কারণ সেটি তো ভাববিরুদ্ধ হয়। তাহারই উত্তরে সিদ্ধান্ত করিতেছেন— শ্রীকৃষ্ণ বংশীধ্বনি করিয়াছেন, সেই বংশীধ্বনিতে সকলে একত্রে মিলিত হইয়াছেন— এইরূপই ভাবনা করিয়া থাকেন। আবার কোন কোন রাগানুগা সাধক শ্রীমন্ত্রস্মরণ সময়ে—যদ্যপি আমি সাক্ষাৎ ব্রজবাসীজন বিশেষ, তথাপি কোনও দুর্দ্দৈবে মায়াময় জগতে আসিয়া পড়িয়াছি ; পরম কারুণিক শ্রীগুরুদেব, আমার অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য এই মন্ত্র উপদেশ করিয়াছেন—এইরূপে জপাদি করিয়া থাকেন। সাক্ষাৎরূপে কিন্তু "আমি শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনকে সেবাই করিতেছি"—এইরূপ ভাবনা করিয়া থাকেন। এইক্ষণ "শ্রুতি-স্মৃতি মমৈবাজ্ঞে" ইত্যাদি শ্লোকে নিন্দিত অবশ্যকর্ত্তব্যও নিষেধের অতিক্রম অর্থাৎ উল্লঙ্ঘন দুই প্রকার। সেই বিধি এবং নিষেধ এক ধর্ম্মশাস্ত্র কথিত, অপর ভক্তিশাস্ত্র কথিত। তন্মধ্যে ভগবৎভক্তির উপরে দৃঢ় বিশ্বাসেই হউক অথবা দুঃশীলতা জন্যই হউক, ধর্ম্মশাস্ত্র উক্ত বিধি-নিষেধের অকরণ বা করণে বৈষ্ণবভাব হইতে ভ্রংশ হয় না। যেহেতু ১১।৫।৪১ শ্লোকে বলিয়াছেন—যে জন সর্ব্বান্তঃকরণে শ্রীকৃষ্ণের চরণে শরণ গ্রহণ করে, সে জন দেব, ঋষি, পিতৃ, ভূত ও আত্মীয়-স্বজনের নিকটে ঋণীও নয় এবং কিঙ্করও নয়। অতএব এই প্রমাণ বলে যাঁহারা ভক্তিতে দৃঢ় বিশ্বাস জন্য ধর্ম্মশাস্ত্র কথিত বিধিলঙ্ঘন করেন, তাঁহাদের কোনও প্রত্যবায় হইতে পারে না। যে জন দুঃশীলতা জন্য ধর্ম্মশাস্ত্রনিষিদ্ধ পরস্ত্রীগমন বা পরদ্রব্যাদি অপহরণ করে অথচ অন্য দেবতাকে ভজে না— একমাত্র শ্রীকৃষ্ণকেই ভজন করে, সেজন্য সুদুরাচার হইলেও সাধু বলিয়াই কীর্ত্তিত। যেহেতু শ্রীভগবদ্গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং "অপি চেৎ সুদুরাচারো" ইত্যাদি শ্লোকে বলিয়াছেন—যদি কোন ভক্ত অন্য দেবতাকে উপাসনা না করিয়া একমাত্র আমাকেই ভজে, সে জন সুদুরাচার হইলেও তাহাকে সাধু বলিয়াই জানিতে হইবে। এই প্রমাণেই ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত নিষেধ লঙ্ঘনে অনন্য দেবতাউপাসক ভক্তের বৈষ্ণবভাব দূর হয় না—ইহাই দেখান হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ণিত লক্ষণ রুচিমান ভক্তের রুচির বশে ধর্ম্মশাস্ত্রনিষিদ্ধ আচরণে দ্বেষ-বুদ্ধিই আসিয়া থাকে। যেহেতু সেই রুচিমান্ ভক্তের মোক্ষানন্দের প্রতিও বাঞ্ছা থাকে না, পরম ঘৃণাস্পদ দুরাচারের প্রতি যে দ্বেষবুদ্ধি থাকিবে—তাহার আর কথা কি ? অতএব—সেই রুচিমান ভক্তের বিকর্ম্মে স্বাভাবিকই প্রবৃত্তি থাকে না। যদি কোনও প্রকার অনবধানে কিছু বিকর্ম্ম উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহা নাশ হইয়া থাকে। এই অভিপ্রায়েই ১১।৫।৪২ শ্লোকে কথিত হইয়াছে—যদি শ্রদ্ধাবান ভক্তের কোনও প্রকারে কিছু বিকর্ম্ম উপস্থিত হয়, হৃদয়বল্লভ শ্রীহরি তৎক্ষণাৎ তাহা বিদূরিত করিয়া দেন। অনন্তর